R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২২শে মাঘ ১৪২০ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন আজও ধোঁয়াশায়

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর কলেজে এ বছরে ভর্তি ২৮০৭ জন ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন আজও ধোঁয়াশার মধ্যে। রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে ২২ জানুয়ারী জিবির প্রেসিডেন্ট ভজন সরকার, ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল ডঃ অসীম মন্ডলসহ কয়েকজন কল্যাণী ইউনিভারসিটি যান। সেখানে এ্যাসি. কন্ট্রোলারসহ কয়েকজনের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেন। সময়মত রেজিস্ট্রেশন জমা না দেয়ার জন্য সব জায়গায় তাঁরা তিরস্কৃত হন। কলেজ কর্তৃপক্ষকে এরজন্য ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিতে হবে বলেও জানানো হয়। জানানো হয় – ২৯ জানুয়ারী এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং–এ জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়ে এজেন্ডা আছে। ঐ সভার সিদ্ধান্ত মতো ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর প্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল ১ ফেব্রুয়ারী ফোনে ইউনিভারসিটির সঙ্গে যোগাযোগ করলে ৩ ফেব্রুয়ারীর আগে কিছু বলা যাবে না জানানো হয়। রেজিস্ট্রেশনের জন্য ছাত্র পিছু ১০০ টাকা লেট ফি দিতে হবে কিনা এই নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ সংশয়ের মধ্যে আছে বলে খবর। ৩ ফেব্রুয়ারী ইউনিভারসিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন সবুজ সঙ্কেত পাওয়া,যায়নি বলে জানান ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ অসীম মন্ডল।

কলকাতায় 'জঙ্গিপুর সংবাদ'–র শতবর্ষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতা রোটারী ভবনে ২৫ জানুয়ারী 'তালতলা দর্পণ' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ শঙ্কর নাথের আন্তরিক সহযোগিতায় এবং দাদাঠাকুরের দৌহিত্র ডাঃ অমিত মুখার্জীর প্রচেষ্টায় 'জঙ্গিপুর সংবাদ' –এর শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সেখানে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক বারিদবরণ ঘোষ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ডঃ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়। সেখানে জঙ্গিপুর সংবাদ–এর সম্পাদক অনুত্তম পন্ডিত

(শেষ পাতায়)

শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা প্রাইমারী স্কুলের (গুজিরপুর) পার্শ্ব শিক্ষক আসরাফুল ইসলাম ঐ স্কুলের প্রথম শ্রেণীর এক ছাত্র সুমন হালদারকে শাসন করতে গিয়ে তার টুঁটি ধরে মারধোর করেন। ঐ অবস্থায় সুমন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী গিয়ে তার মাকে ঘটনাটা জানায়।

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর বইমেলা–২০১৪

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বইমেলা ২০১৪ শুরু হচ্ছে ১৪ ফেব্রুয়ারী। চলবে ১৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। উদ্বোধক পান্ডব গোয়েন্দাখ্যাত ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। মূল মঞ্চ থাকছে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সার্ধশতবর্ষকে স্মরণ রেখে। সাংস্কৃতিক মঞ্চ থাকছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মান্না দে ও অজিত পান্ডের উদ্দেশ্যে। এছাড়া মেলায় সুচিত্রা সেন ও স্মরণ দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্তম্ভ থাকবে। এক সাক্ষাতকারে এ খবর দেন মেলা কমিটির সম্পাদক সোমনাথ সিংহ।

মার্কেট কমপ্লেক্সে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা মার্কেট কমপ্লেক্স এলাকার ব্যবসায়ীদের ঘর দেয়া নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে টানাপোড়েন চলছিল। শেষে ৩০ জানুয়ারী বোর্ড অব কাউন্সিলারদের এক সভায় ১২৫০ টাকা স্কোয়ার ফুট হিসাবে ঘরের দর নির্দ্ধারণ হয় ৩৭ জন পুরোনো ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে। নতুন ব্যবসায়ীদের পুরসভা নির্দিষ্ট দরেই ঘর নিতে হবে। এ খবর দেন পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম।

এক রেপিস্টের সাত বছর কারাদন্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের এ্যাডিঃ সেসন জজ ফার্স্ট ট্রাক সেকেন্ড কোর্ট সোমেশপ্রসাদ সিনহা ৩০ জানুয়ারী এক রেপিষ্টকে সাত বছর সশ্রম কারাদন্ড

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে মাঘ, বুধবার, ১৪২০

অতঃপর বইমেলা

পৌষ হইতে পৌষ মেলা আরম্ভ হইয়াছে। তারপর সাগর মেলা, কেন্দুবিল্বের মেলা। আরও কত মেলা এখানে সেখানে। গণ অধিষ্ঠান এইসব মেলার কেন্দ্রভুমিতে। মেলা শব্দে বুঝি মিলন। মানুষের মিলন। তবে বিভিন্ন মেলার কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। থাকিলে ঐসব মেলার সহিত কোন না কোন ভাবে লোকজীবন জড়িত। তাহা সাংস্কৃতিক হউক বা ধর্মীয় হউক অথবা লোক উৎসব হউক। মেলার বৃত্তে কেন্দ্র বিন্দুটি যে মানুষ অর্থাৎ জনগণ তাহাতে কোন বিতর্ক নাই। বারো মাসের তেরো পার্বণের দেশ আমাদের। ধান্য উৎসবের মধ্য দিয়া তাহার যাত্রারম্ভ। মাঠের ফসল ঘরে উঠিলেই মনের ফসল ফলানোর কাজ শুরু হইয়া যায়। মেলায় মেলায় তাহারই প্রতিফলন।

যে মেলাকে ঘিরিয়া লোক জীবনের মন আর মননের চিন্তা আর চেতনার স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায় তাহা হইল বই মেলা। ফ্রাঙ্কফুট হইতে কলিকাতা, মহানগর হইতে মহকুমা পর্যন্ত তাহার পদ-সঞ্চার এবং বিস্তার। বই মেলা শুধু একা মহানগরীর নয়, তাই এই সময়ে জেলায় জেলায়, মহকুমা স্তরেও তাহার উপস্থিতি। কাহারও মতে বইমেলা আমাদের দেশে চতুর্দ্দশ পার্বণ। বার্ষিক অনুষ্ঠানের মতো তাহার সাদর অভ্যর্থনা এবং আয়োজন। এই অনুষ্ঠানকে আবার কেহ "বাঙালীর দ্বিসাপ্তাহিক ফেসটিভ্যাল" বলিয়াছেন। এই মেলার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের, বই প্রেমীদের একটা গভীর আবেগ জড়িত রহিয়াছে। বই মানুষের এমন এক সঙ্গী যে কখনও প্রতারণা করেনা। এই বইমেলা খুলিয়া দেয় জ্ঞানের বিশাল বাতায়ণ – যেখান হইতে পাঠক সংগ্রহ করিতে পারে আপন আপন রুচি মতো জ্ঞানের এবং প্রাণের সঞ্জীবন। – ২৯ জানুয়ারী হইতে কলিকাতা বইমেলা শুরু হইয়াছে।

চিঠিপত্র

মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব

জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা এখানকার প্রথম বইমেলা

শীতের এই মরশুমে কাগজের পাতা খুললেই জানতে পারি এখানে-ওখানে বইমেলার আসর বসছে – আজ কৃষ্ণনগরে তো কাল কালনায়। আশা করছি কদিন বাদে জঙ্গিপুর বইমেলাও জমে উঠবে। ১৯৬৩ সালের 'জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা'-কে এখানকার প্রথম বইমেলা ধরলে বছরের হিসেবে ২০১৪ সালের বইমেলার একান্ন বছর পূর্ণ হবে। এই প্রজন্মের অনেকেই জানে না '৬৩ সালের ঐ গ্রন্থমেলা পঃ বঙ্গের ১ম বইমেলা। কলকাতা পুস্তকমেলার সূত্রপাত হয়েছিল তার বারো বছর পর।

ম্যাডাম, আপনাকে

শীলভদ্র সান্যাল

হ্যাঁ, এই ডাকটাই তো পছন্দ করতেন আপনি, ফ্লোরে, কিংবা ফ্লোরের বাইরে ; আপনার অসংখ্য গুণমুগ্ধ ফ্যানের কাছ থেকে। আজ যখন আপনি অনেক দূরে, চেনা আকাশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও-আরও দূরে ; তখনও সেই ডাকটাই মানানসই বলে মনে হল। তাই, সেই নামেই আপনাকে ডাকা, চিঠি লেখা। জানি, এ-চিঠি শুধু লেখার জন্য এ লেখা। তবুও।

গুণে গুণে ছাব্বিশটা দিন জীবন-পণ লড়াইয়ে আপনার অস্থির শারীরিক পরিস্থিতির ওঠানামার সাথে সাথে, আমাদের হৃদ্‌স্পন্দনের গতিও ওঠানামা করেছে। টি-ভি-র পর্দায় সদা উৎসুক–উদ্‌বিগ্ন চোখ মাছির মত লগ্ন হয়ে থেকেছে। কেমন আছেন, ম্যাডাম ? একটু উন্নতির লক্ষণ পেলে ক্ষণিকের স্বস্তি ; আবার গভীর সঙ্কট ঘনিয়ে এলে, বুকের ভেতরে ঘনিয়ে উঠেছে মেঘ। একটা কি হয়-কী হয় ভাব ঘূর্ণী হাওয়ার মত পাক খেতে শুরু করেছে।

কিন্তু সে-সব-তো এখন অতীত। আজ আক্ষরিক অর্থেই অনেক অনেক দূরের মানুষ আপনি ! সন্ধ্যাতারার কাছে আর একটি মেধাবিনী তারা। কিন্তু সত্যিই সে কি দূর ? দূরে গিয়েও নতুন করে সেই তো আবার কাছে এলেন। ঘরে ঘরে টি-ভি-র পর্দায় আপনার ছায়ার শরীর নতুন প্রাণ পেয়ে আবার জীবন্ত হয়ে উঠল, স্মৃতি মেদুরতার মোহে আবার আচ্ছন্ন হলাম আমরা মরণের ধূপ-ছায়ার আঁকি বুঁকিতে সে সব স্মৃতি, কুহেলি রহস্য জালে, আরও নিবিড়, আরও বিষন্ন মধুর হ'য়ে উঠল ! চির-আড়ালের পর্দাটা মাঝখানে প'ড়ে আবার নতুন ক'রে ফুটে উঠল আপনার অপরূপ মুখশ্রী !

আপনার সৌন্দর্য নতুন করে ব্যাখ্যা করার বোধহয় প্রয়োজন নেই, কিন্তু দুঃখ হয় যখন এক বিদেশিনী বিশ্বখ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে তুলনা টেনে আপনার প্রতিভার উৎকর্ষ সম্পাদন করা হয় –এ তে দু'জনের কারও প্রতিই সুবিচার হয় ব'লে তো মনে হয় না ! বাঙালির এই এক রোগ পশ্চিমের দরজায় কাঙালপনা করে নিজেদের

(পরের পাতায়)

'বিশ্বময় প্রেম চাই, মায়ের সোহাগ চাই।'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

'আকাশ বাতাসের ভালোবাসা মাখানো প্রেমিকা অশ্লীলতার দায়ে অসুস্থ বোধের কাছে ধর্ষিতা বলে, উত্তরণের দীপ্তি চাই, বিশ্বময় প্রেম চাই; সাপের কুণ্ডলিতে জড়াতে চাই না।' কবিতার হাত ছিল মিষ্টি। তার আর একটি কবিতার খণ্ডাংশ:

'সবাই এখন অন্যপথে হাঁটছে।
বন্ধুর আশ্বাসে, আপন বিশ্বাসে আস্থা হারিয়ে সবাই
অন্যপথে হাঁটছে এখন।
অনেকদিন পরে নতুন পথ দেখিয়ে
বিশ্বাসের ভিত তৈরী করেছিল যারা
তাদেরই ফুল বিছানো পথে।
মানুষ বিপথে হাঁটছে।' (জঙ্গিপুর সংবাদ/শারদ সংকলন/ ১৪২০)

পেশায় ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি রাজস্ব বিভাগের এক নিষ্ঠাবান কর্মী। নিজের পেশার প্রতি ছিল দায়বদ্ধ-কর্তব্যনিষ্ঠ। ছাত্র জীবনের সূচনা থেকেই কবিতা ছিল প্রাণ। মনে প্রাণে ভলোবেসেছিল বাচিক শিল্পকে। 'প্রতিশ্রুতি' আবৃত্তি অনুশীলন সংস্থা ছিল তার প্রাণভোমরা। অনেক বৎসর আগে একবার রবীন্দ্রভবনে সে আবৃত্তির অনুষ্ঠানে বসিয়েছিল চাঁদের হাট। এসেছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-ব্রততী ও সতীনাথ। এই ত্রিধারার সংমিশ্রণে সেদিন রবীন্দ্রভবনে এক আনন্দঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিনের অনুষ্ঠান কোনদিনই ভোলা যাবেনা।

নানান ধারায় সে তার সংস্থার অনুষ্ঠান পরিবেশন করত। কচিকাচা-কিশোর-কিশোরীদের মুখে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত-জীবনানন্দ। কখনও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-শামসুর রহমান-শক্তি চট্টোপাধ্যায়। নানান স্বাদের কবিতা। মহকুমা তথা জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ ছিল। আবৃত্তির দোলায়িত ছন্দের সঙ্গে তার হৃদয়ের পেণ্ডুলাম বেশ কয়েক বৎসর ধরে চলছিল বিপথে। ভেবেছিল ঠিক পথে তাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। বাচিক শিল্পের ফুল বিছানো পথে 'প্রতিশ্রুতির' স্মরণ চলে গেল এক অন্য লোকে। সেখানে হয়তো অনন্ত প্রেম আছে, আছে মায়ের সোহাগ। সাপের কুণ্ডলীতে সেখানে কেউ তাকে জড়াতে পারবে না।

১৯৬৩ সালের 'জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা'-র সঙ্গে আমরা যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলাম তাদের একটা ক্ষোভ থেকেই গেল। সরকারিভাবে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে (ম্যাকেঞ্জি ময়দান নয়) অনুষ্ঠিত ঐ গ্রন্থমেলাকে এই রাজ্যের প্রথম বইমেলার যোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। মেলার একমাত্র প্রামাণ্য দলিল একখানা অসামান্য 'স্মারকগ্রন্থ' ফসিল হয়েই থেকে গেল। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষরা জানতেও পারল না পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালির অতিপরিচিত দাদাঠাকুর, বিপ্লবী নলিনীকান্ত সরকার, চিত্রকর চিন্তামণি কর, কবিয়াল গুমানি দেওয়ান, আলকাপের ওস্তাদ ঝাকসুদের অনেকেই '৬৩ সালের ঐ স্মারকগ্রন্থের জন্য তাঁদের সাক্ষাৎকার দিয়ে, কেউ কেউ মূল্যবান লেখা পাঠিয়ে, কেউ বা মেলার মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মেলাটাকে কতটা প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন।

রাজা আসে। রাজা যায়। তাঁদের পোশাকের রং-ও পালটায়। বিগত পঞ্চাশ বছরে রাজ্য শাসনে কংগ্রেস এসেছে। বামফ্রন্ট এসেছে। তৃণমূল এল। কত সব রাজা রাণী এল। তাদের পতাকার রং-ও পাল্‌টে গেল। কিন্তু ১৯৬৩ সালের 'জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা' আজও সেই তিমিরে থেকে গেল।

– আশিস রায়, ভুবনেশ্বর

বিদ্যা ফিরে নে জননী তোর ম্যাডাম .....(২ পাতার পর)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিদ্যারম্ভ হ'ল যবে মোর,
হাতে খড়ি দিল গুরুমশাই।
তুই মা জননী, বিদ্যাদায়িনী,
তোর পূজা আমি করি মা তাই।
তোরই কৃপায় যশের সহিতে
চারিখানি পাশ পাইনু বেশ ;
ঘরে এসে দেখি আমাদের পড়া'তে
বিষয় বিভব হয়েছে শেষ।
ছ'মাস না যেতে দেনা ভেবে ভেবে,
পরলোকগত পিতৃদেব ;
এ দিকে যে আমি বিদ্যার চোটে
হইয়া পড়েছি হাফ-সাহেব।
দেনা ক'রে টাকা পাঠাতেন বাবা–
তাহাতে কিনেছি বিলেতী বুট ;
জমি বেচে বাবা পাঠাতেন টাকা
তাহাতে খেয়েছি চা, বিস্কুট।
দেনা দেখে আমি করি নাই ভয়,
মনে মনে মোর ছিল এ বোধ –
ছ'টি মাস যদি হাকিমী করি ত
সকল দেনাই করিব শোধ।
খোসামোদ করি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
হাকিমীর নেশা ছুটিল মোর।
পাশ করিলেই হয় না হাকিম,
চাই এতে সুপারিশের জোর।
হিতাকাঙ্ক্ষী যত আত্মীয়স্বজন,
যুক্তি সকলে দিল আমায় –
পুলিশে ঢুকিলে হইবে আমার
হাকিমের চেয়ে অধিক আয়।
এম-এ, পাশ করি দারোগা হইব !
অদৃষ্টের ফের বাপরে বাপ!
আমি হ'নু রাজি, বিধাতা তো নয়,
দু' ইঞ্চি কম বুকের মাপ।
দিন দিন দিন আয়ু হ'ল ক্ষীণ–
বয়স পঁচিশ গত যে প্রায়!
সরকারী পোষ্ট আজ না পাইলে
জীবন কি আর মিলিবে হায় ?
বিদ্যার গরম হইল ঠাণ্ডা,
ভাঙ্গিল আমার দাঁতের বিষ–
পঁচিশ মুদ্রা ভাতা নিয়ে হ'নু
কেরাণী-গিরির এপ্রেন্টিস্।
কিছুদিন পরে হইনু বাহাল
বেতন হইল পঞ্চাশৎ।
(i)আই এর ফুটকি (t) টীর মাথা কাটা
ভুল হইলেই কৈফিয়ৎ।
আপিসের যিনি বড় বাবু মোর,
দু 'বেলা তাঁহার মাখাই তেল।
তবু ভুল পেলে দেন টিটকারী–
'এম-এ পাশ করে এই আক্কেল ?'
সারাটা পৃথিবী দেখি অন্ধকার
সাহেব যখন করেন রাগ।
গোটা দুই টাকা উপড়ি পাইলে
ভাবি আমি আজ মেরেছি বাঘ।
নয়টা বাজিতে আপিশেতে ছুটি,
পেটে দিয়ে ছাই ভস্মটা,
চাবুকের চোটে ছু'টে চলে যথা
ছ্যাকরা গাড়ির অশ্বটা।
স্বাস্থ্য আমার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
হজম হয় না মুগের জুস।
হজম হয় শুধু সাহেবের তাড়া,
আর টাকা সিকে যা' পাই ঘুস।
চোর লুটে রাতে আমি লুটি দিনে
মোর চেয়ে ভালো ডাকাত চোর।
স্বাস্থ্য সারল্য ফিরে দে আমার।
বিদ্যা ফিরে নে জননী তোর।

সম্মানিত করার মিথ্যা প্রয়াস ! ম্যাডাম, আপনি হলেন 'আপনি'– এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কী হ'তে পারে ?

সেই আপনি, এক সময় নির্মম নিশ্ছিদ্র আড়ালের ঘেরাটোপে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে নিজেকে লোক চক্ষু থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। নাগরিক উচ্ছলতার মধ্যে থেকেও এক নির্জন দূরতর দ্বীপ! কিন্তু কেন ? তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কেন এই দীর্ঘ নিভৃতযাপন ? তিল তিল ক'রে যিনি নিজেকে বাঙালির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রোমান্সের এক অ-দ্বিতীয়া আইকন হিসেবে, এক অ-সামান্যা নায়িকা হিসেবে সেই নায়িকার ইমেজের ফাঁদে আঁটকা পড়েই কি এই স্বেচ্ছা প্রত্যাহার ? সময়ের হস্তাবলেপ হীন সেই নিরঞ্জন নায়িকাই কি বাইরের সূর্যালোকে যেতে আপনার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। আমার নায়িকার প্রতিচ্ছবিটিই অগণিত দর্শকের মনে অটুট থাক, তার গায়ে যেন সময়ের সামান্যতম আঁচড় না পড়ে – সেই জন্যেই কি দুর্গম গৃহকোণের কঠোর আড়াল মেনে এক অন্তঃপুরচারিণীর এই নীরব ও দীর্ঘ তপশ্চরণ ? জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রত্যয়ে অবিচল থেকে আপনি ম্যাডাম, নায়িকাকে জিতিয়ে দিলেন ঠিকই, কিন্তু আপনার জীবন থেকে হারিয়ে গেল তিরিশ বছরেরও বেশি সময়, যা কাজে লাগিয়ে হয়তো আরও মহৎ, আরও বড় কোনও পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারতেন আপনি ! ইচ্ছে করেই সেটা চাননি, যশ খ্যাতির অত্যুজ্জ্বল আলোক বৃত্ত থেকে সরে গিয়ে, জাগতিক স্পৃহাগুলিকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তবে এ সবই আমাদের অনুমান মাত্র। কঠোর আত্মবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে এ কোনও আত্মসন্ধান কিনা, তা-ই বা কে জানে! কিন্তু এর ফলে হোল কি, আপনাকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল এক দুর্ভেদ্য রহস্যের কুহেলি জাল এবং আপনাকে এক পলক দেখার জন্য আপামর জনতার অদম্য কৌতূহল, যা আপনাকে এক 'জীবন্ত' কিংবদন্তীর পর্যায়ে তুলে দিয়ে গেল – বাংলা তো বটেই, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যার জোড়া মেলেনা। এই জন্যেই কি ম্যাডাম, আপনি বিরলদের মধ্যে বিরলতম – সুচিত্রা সেন ?

বইমেলা ও স্মারকগ্রন্থ

হরিলাল দাস

কাঞ্চনতলার কাপ হে মামু
কাঞ্চনতলার কাপ
জাঞ্জি ওর‍্যা চোল্যা গেনু
সাঁথে গোদা রোস্‌কার বাপ।

কাঞ্চনতলার এ-টিম মামু মোহনবাগানের বি-টিম
আর, দুই দলেতে লাগিয়্যা দিলে ভাটাম আর ভিট্টিম।

সেই ফুটবল প্রতিযোগিতার এই ইতিহাস আছে নলিনীকান্ত সরকারের 'কাঞ্চনতলার কাপ' পুস্তিকায়। সে কখন কার কথা ! আর কেবল কাঞ্চনতলা নয় এখানেও, এই পুর এলাকায় যে সব সারা জাগানো ফুটবল প্রতিযোগিতা চলত তার কি ইতিহাস নেই ? 'দ্বিজপদ মেমোরিয়াল শিল্ড' এবং 'যমুনা মেমোরিয়াল শিল্ড' প্রতিযোগিতার কথা ভুলবার নয়। কিন্তু সেসব কি এখন আলোচনা হয় ? অথচ তার সুযোগ আছে।

এই যে ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দান, যেখানে বই মেলা হয়, বর্তমানে স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে, ইনডোর খেলার শেড তৈরি হয়েছে, সে ইতিহাস লেখা যাবে না ! দুটি বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ জুড়ে স্টোডিয়াম গড়ার কাজ চলছে। কোন্ দুটি বিদ্যালয় ? মাত্র কিছুদিন আগের সে সব কথা লেখা হোক – ব্যক্তি নাম জাহির করতে নয়, প্রতিষ্ঠানের নাম জানিয়ে। এবং তারও আগের কথাগুলো।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই পুর এলাকায় একটি ডিগ্রি কলেজ ও পাঁচটি মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এবং তাদের ইতিহাসও আছে। ১৯৫০ সালে কীভাবে, কাদের প্রচেষ্টায় এবং শিক্ষা বিস্তারের কোন নীতির ফলে এখানে কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ?

জঙ্গিপুর হাইস্কুল কে বা কারা কি প্রয়োজনে স্থাপন করেছিলেন ? রঘুনাথগঞ্জ ছেলেদের স্কুল ও মেয়েদের স্কুলের সূচনা কী ভাবে হয়, তার পূর্ব ইতিহাস কী –এ সব সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করা যায় এবং তা করা চাই।

Souvenir যাকে বাংলায় বলে স্মারকগ্রন্থ বা স্মরণিকা। বইমেলা উপলক্ষে পঞ্চাশ বছর অগে এখান থেকে যে 'স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশ করা হয় তার বিষয়ে আমি এই পত্রিকায় লিখেছি। সেটা পড়ে কোনও কোনও বান্ধব বলেছেন – এটা নাকি আরও আগে লিখলে ভালো ছিল। কিন্তু দেরি হয় নি। এই ইন্টারনেট-সেলোফোন ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দিনে ঘরে বসে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যায়, অতি দ্রুত। তবে হ্যাঁ। তথ্য যেন ব্যক্তিগত অনুমান না হয়। সে জন্য এই তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে যাচাই করে নিতে হবে। হবে না কি বইমেলা স্মরণিকায় এই উদ্যোগ সফল ! We shall overcome -

রাই মন্দিরে ফিরে এলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটার মন্দির থেকে ২৭ নভেম্বর'১৩ চুরি হয়ে যাওয়া রাই এর মূর্তি উদ্ধার হলেও এতদিন পুলিশের হেফাজতে ছিল। ১ ফেব্রুয়ারী রাই তাঁর মন্দির ফিরে গেছেন। এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে এটা সুখবর।

জঙ্গিপুর সংবাদ ..... (১ম পাতার পর)

সাংবাদিকতার বর্তমান ধারা ও জঙ্গিপুর সংবাদ–এর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। দাদাঠাকুর প্রেমী বহু মানুষ ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্বে দাদাঠাকুরের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অমিতের।

শিক্ষককে গ্রপ্তার ..... (১ম পাতার পর)

তার মা শেফালী হালদার প্রতিবাদ করতে এসে স্কুলে ঐ শিক্ষকের হাতে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হন। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে আসরাফুলকে স্কুলে তালাবন্দী করে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাটা ১৮ জানুয়ারীর। পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষককে ঘরের তালা খুলে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। পরদিন কোর্টে হাজির করলে ধৃত শিক্ষককে মানসিক ভারসাম্যহীন আখ্যা দিয়ে আইনজীবী তার জামিন মঞ্জুর করেন। উল্লেখ্য, এর আগেও আসরাফুল অন্য শিক্ষকের ওপর বলপ্রয়োগের অভিযোগে বেশ কিছুদিন সাসপেন্ড ছিলেন। টুঁটি চেপে ধরে মারধোরের অভ্যাস নাকি তার অনেকদিনের।

রেপিষ্টের কারাদন্ড ..... (১ম পাতার পর)

ও পাঁচ হাজার টাকা নগদ জরিমানা করেন। খবর, সুতী থানার পশ্চিম জনতাই গ্রামের সহিদুল সেখ ঐ গ্রামের মূকবধির বালিকা রোজিনা খাতুনকে (২০) তার বাড়ীতে জোর করে নিয়ে গিয়ে ২১/১২/১২ এবং ৫/১/১৩ ধর্ষণ করে। রোজিনা দু'দিন বাদে তার মা শকতারা বিবিকে সবকিছু ইঙ্গিতে জানান। গ্রাম্য বিচারে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ঘটনাটা চাপা দিতে চায় সহিদুলের আত্মীয়েরা। শকতারা বিবি সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে সহিদুল সেখের নামে সুতী থানায় এফ.আই.আর করেন। পুলিশ সহিদুলকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দিলে কোর্ট তার জামিন নাকচ করে। হাই কোর্টে জামিনের আবেদন জানালে তাও বাতিল হয়। দীর্ঘ সময় সহিদুল হাজত বাসের পর সাজা পায়। বিচারের প্রয়োজনে বহরমপুর পরে বনহুগলী থেকে ইন্টারপিটার আনা হয়। সরকারী পক্ষে আইনজীবী বামনদাস ব্যানার্জী মামলা পরিচালনা করেন।

একইভাবে ঐ কোর্টের বিচারক সোমেশপ্রসাদ সিনহা ৩১ জানুয়ারী সামসেরগঞ্জ থানার উত্তর গাজিনগরের নুরু সেখকে ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন ও ২০১ ধারায় পাঁচ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। জানা যায়, ১২-১১-৯৬ ঐ গ্রামের মতিউর রহমানকে তারাপুর কোম্পানীর নির্জন এলাকায় ডেকে নিয়ে গিয়ে নূরনবি সেখ ও নুরু সেখ হত্যা করে। মতিউরের ভাই মালেক সেখ দাদার হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোর্টের আশ্রয় নেন। এর মধ্যে নুরনবি সেখ মারা যায়। তাই সাজা পেল নুরু সেখ।

ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে

রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভদ্র পরিবেশে দুই কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৮৪৩৬৩৩০৯০৭

২৩ জানুয়ারী ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বালিয়া নেতাজী সংঘের ৪৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও নেতাজীর জন্মজয়ন্তী ২৩ জানুয়ারী বিশেষ সমারোহে পালিত হয় নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে। সকালে মণিগ্রাম ডাক্তারখানা স্টপেজ থেকে বালিয়া চৌরাস্তা – ৬ কিমি রোড রেস, নাট্য প্রদর্শনী, রক্তদান শিবিরে ৫৬ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দেন। এদের মধ্যে ৭ জন মহিলা ছিলেন। এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে ২৯০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ৬৫ জনের বিনা ব্যয়ে চক্ষু অপারেশনেরও দায়িত্ব নেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ বলে খবর।

সরকারী কর্মীদের নগ্ন অবহেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ মহকুমা শহরে পশু চিকিৎসালয়ে ভারপ্রাপ্ত ভেটেনারী সার্জেন মাসের মধ্যে ক'দিন এখানে থাকেন সেটা দপ্তরের স্টাফরাও জানেন না। এই সুযোগ বুঝে বাকী স্টাফরাও এলোমেলোভাবে সেখানে দায়িত্বপালন করছেন। ৩০ জানুয়ারী কয়েকজন ভুক্তভোগী গৃহপালিত পশু নিয়ে সেখান থেকে ঘুরে আসেন। কোন কর্মীই সেখানে নেই। মহকুমা শহরের মধ্যে এই ধরনের সরকারী কাজে গাফিলতি অনেককে অবাক করে। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বলে কিছু আছে কি ?

আমাদের প্রচুর স্টক **নিউ কার্ডস ফেয়ার** আমাদের প্রচুর স্টক

দাদাঠাকুর প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।